



নতুন বছরের প্রথম দিন নতুন বই পেয়ে উচ্ছ্বস্ত শিশুরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ থেকে গতকাল তোলা ● আল আমিন শিয়ন

## নতুন বই হাতে উচ্ছ্বসিত শিশুরা

এম এইচ রবিন ●

নতুন বছর, নতুন শ্রেণি, নতুন বই।  
পৌষের সকালের হিমেল বাতাসে  
গা-কাপানো শীতও তাই বাধ সাধতে  
পারেনি শিশুদের। নতুন বই পাওয়ার  
আনন্দে গতকাল সারা দেশে যেন  
‘নতনের কেতন’ উড়েছিল। হাতে  
লাল-সবুজ ফিতা, প্র্যাকার্ড, রঙিন  
বেলুন আর রঙিন ফিতায় এ এক  
অপরূপ দৃশ্য। প্রাণোচ্ছল শিশু-  
কিশোরদের এই আনন্দে যোগ  
দিয়েছেন অভিভাবকরাও।

এমন দৃশ্য দেখা গেছে গতকাল  
রাজধানীর এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

## নতুন বই হাতে উচ্ছ্বসিত শিশুরা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) কেন্দ্রীয় পাঠ্যপুস্তক উৎসবে। এদিন সারা দেশে একযোগে এই  
উৎসব উদযাপন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো।

কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে উৎসবের আয়োজন করে  
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় পৃথক উৎসবের আয়োজন করে  
আজিমপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গণে।

বছরের প্রথম দিন দেশের সব স্কুলে এই উৎসবের মধ্য দিয়ে ৪ কোটি ৩৭ লাখ  
৬ হাজার ৮৯৫ শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যের ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার ১৬২টি  
পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া হয়।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিকের বই উৎসবের উদ্বোধন করে প্রাথমিক ও  
গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার বলেন, আমরা বিনামূল্যের বই দিই, উপকৃতি  
দিই বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিই বলেই এখন সবাই স্কুলে যায়— এটা আমার মনে  
হয় না। স্বাধীনতার মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পারে বলেই তারা স্কুলে যায়। বিগত  
কয়েক বছরের প্রথম দিনই বিনামূল্যের বই বিতরণ করতে পারাকে সরকারের  
অন্যতম বড় অর্জন হিসেবে দেখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী।

তিনি বলেন, কামার-কুমোর-জেল-নাগিত যে যেখানে আছে সবাই মনে করে,  
তাদের সজান দক্ষতার সঙ্গে সুশীকার সঙ্গে দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। এ মানসিকতা  
নিয়েই সবাই সজানকে স্কুলে পাঠাতে চায়। আমরা এ স্বপ্নের সঙ্গে আছি।

এবার প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের ২ কোটি ৪৯ লাখ ৮৩ হাজার ৯৯৩  
শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ১০ কোটি ৭০ লাখ ৩৭ হাজার ৩০৪টি চার-রঙা  
বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক। এ ছাড়া পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, গারো, ত্রিপুরা,  
সাদরি) শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের ভাষায় দেশের ২৪ জেলায় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ  
করা হয়। পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণির মোট  
১ লাখ ৪৯ হাজার ২৭৬টি পাঠ্যপুস্তক ও পঠন-পাঠন সামগ্রী মুদ্রণ করা হয়েছে।



ফল পাওয়ার পর মহিলাস্টান স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের উল্লাস ● আমাদের সময়